বিষয়বস্তুঃ হিংসা-বিদ্বেষের পরিণাম

জুমাদাল উখরার প্রথম জুমুআর বয়ান

(৬ জুমাদাল উখরা ১৪৪৪ হিজরী, ৩০ ডিসেম্বর ২০২২)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ওয়েবসাইটঃ www.jamianumania.com

ক্রমিক নং ৭৯

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالٰى فِيْ كَلَامِهِ الْمَجِيْدِ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۞ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَاتَبَاغَضُوْا ، وَلَا تَحَاسَدُوْا ، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ اِخْوَانًا. صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ .

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! আজ জুমাদাল উখরা মাসের ৬ তারিখ, পহেলা জুমআ। আজ আমরা হিংসা-বিদ্বেষের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

প্রথমে একটি কথা মনে রাখবেন, ইসলাম সত্য ও সর্বসুন্দর ধর্ম। আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-ইমরানের ১৯

নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম হল, ইসলাম।" এ ধর্মে আছে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও মানবতা। সকলকে ভালোবাসা, কাউকে হেয় না করা, সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করা, কাউকে অযথা কষ্ট না দেওয়ার নাম হল দ্বীন-ইসলাম।

বিশ্ববিখ্যাত সাধক ইমাম গাযালী (রহ) 'আল আরবাঈন ফী উসূলিদ দ্বীন' নামক কিতাবে ৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, পৃথিবীতে মানুষ যত প্রকার পাপ করে, তা মূলত দু'প্রকারঃ (১) বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পাপ, (২) অন্তরের পাপ। এক্ষেত্রে বড় আফসোসের বিষয় হল, আমরা সাধারণত বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পাপগুলিকে পাপ মনে করে থাকি। কিন্তু অন্তরের পাপগুলিকে কোন পাপ বলে মনে করি না। অথচ আমাদের অন্তরের দ্বারাও কিছু মারাত্মক ধরণের পাপ সংঘটিত হয়। যেগুলি ধীরে ধীরে সমস্ত নেকীকে ধ্বংস করে দেয়।

ইমাম গাযালী (রহ) বলেছেনঃ অন্তরের পাপ হল ১০টি। তার মধ্য থেকে হিংসা হল মস্তবড় একটি জঘন্য পাপ।”

সম্মানিত উপস্থিতি ! আমরা জানি, আজ এই হিংসার কারণেই গোটা পৃথিবী অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে। মনে রাখা দরকার, পৃথিবীতে যত হত্যাকাণ্ড ঘটে তার অধিকাংশই এই হিংসার কারণেই ঘটে। গত ২৫ মে ২০২২, এ বি পি আনন্দের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বর্তমান আমেরিকায় হিংসার জেরে প্রতি ঘন্টায় বন্দুকের গুলিতে ৫ জনের মৃত্যু ঘটে। এ বি পি আনন্দের সাংবাদিক লিখেছেন, আমেরিকা হল পৃথিবীর এমন একটি গণতান্ত্রিক দেশ, যেখানে জনসংখ্যার চেয়ে বন্দুকের সংখ্যা বেশি। তাহলে ভেবে দেখুন, যে আমেরিকা গোটা পৃথিবীতে সন্ত্রাস দমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার ঠেকা নিয়ে রেখেছে, সেই আমেরিকাই হল সন্ত্রাসবাদীদের আড্ডাখানা। যে আমেরিকা সন্ত্রাস দমনের জিগির তোলে সেই আমারিকার অবস্থা

সবচেয়ে বেশি শোচনীয়। কথায় বলে, চোরের মায়ের বড় গলা !

সুধী বন্ধুগণ ! আমেরিকার এ অবস্থা শোনানোর উদ্দেশ্য হল, শুধু আমেরিকা নয় বরং বর্তমান গোটা পৃথিবীতে মানবজাতির মধ্যে এই হিংসার কারণে অগণিত হত্যাকাণ্ড ঘটছে। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা কুরআন করীমের সূরা ফালাকের ৫ নম্বর আয়াতে হিংসাকারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইতে বলেছেন। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

"(হে নবী ! বলুনঃ আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইছি) হিংসাকারীর অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।"

অনুরূপভাবে, বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা মানব জাতিকে হিংসা-বিদ্বেষ ত্যাগ করে একে অপরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে বলেছেন। সহীহ বুখারীর ৬০৬৫ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ لَاتَبَاغَضُوْا "তোমরা একে অপরের বিরুদ্ধে

বিদ্বেষ পোষণ করো না।” وَلَا تَحَاسَدُوْا পরস্পর হিংসা করো না।” وَلَا تَدَابَرُوْا “একে অপরের থেকে বিমুখ হয়ো না।” وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ اِخْوَانًا “আল্লাহর বান্দারা, তোমরা সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও!”

মুহতারম ভাই সকল ! এ হাদীসের মধ্যে বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিংসা ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই হিংসা সম্পর্কে কয়েকটি কথা জেনে রাখা জরুরিঃ (১) হিংসা কাকে বলে ? (২) হিংসা আর ঈর্ষার মধ্যে পার্থক্য কী ? (৩) দুনিয়া ও আখিরাতে হিংসার পরিণতি, (৪) হিংসা পরিত্যাগ করার ফযীলত। আমি এই ৪টি বিষয়ে খুব সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করছি।

হিংসা কাকে বলে ?

কুয়েত ফিকাহ বিশ্বকোষের ১৭ খণ্ডের ২৭১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, অন্যের ভাল দেখে তার ধ্বংস কামনা করা ও মনের মধ্যে এক প্রকারের জ্বালা-যন্ত্রণা পয়দা হওয়ার নাম হল হিংসা। ইমাম রাযী (রহ) তাফসীরে কবীরের ৩ খণ্ডের ৬৪৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, হিংসা হল এমন একটি জঘন্যতম

পাপ, যার কারণে মানুষ অযথা মনে মনে জ্বলতে থাকে এবং যতক্ষণ হিংসায় জ্বলতে থাকে, ততক্ষণ তার মন ও মস্তিষ্ক বিষন্ন থাকে। এ হল হিংসা। মনে রাখবেন, হিংসা করা কক্ষনও জাইয নেই কিন্তু ঈর্ষা করা জাইয আছে।

হিংসা ও ঈর্ষার মধ্যে পার্থক্য

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী ! ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫ম খণ্ডের ৪১৯ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা আছে, হিংসা ও ঈর্ষা দু'টি ভিন্ন জিনিস। হিংসা বলা হয়, কারও উন্নতি ও ভাল কিছু দেখে তার বিনাশ ও ধ্বংস কামনা করা। এটাকে আরবীতে বলা হয়, 'হাসাদ'। আর ঈর্ষা বলা হয়, অন্যের উন্নতি ও ভাল কিছু দেখে তার ধ্বংস কামনা না করে, সেই নিয়ামত নিজের জন্য কামনা করা। এটাকে আরবীতে বলা হয়, গিব্তাহ। মনে রাখবেন, ঈর্ষা দোষনীয় নয়, বরং ক্ষেত্র বিশেষে প্রশংসনীয় জিনিস। যেমন কাউকে নেক কাজ করতে দেখে এরূপ ঈর্ষা করা ভাল। পক্ষান্তরে, মন্দ কাজের ঈর্ষা করা নাজাইয।

সহীহ বুখারীর হাদীসের মধ্যে নেক কাজের ঈর্ষা করার উৎসাহ বর্ণিত আছে। সহীহ বুখারীর ৫০২৫ নম্বর হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لَاحَسَدَ اِلَّا فِي اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ أُتَاهُ اللهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

“ঈর্ষা যদি করতে হয়, তাহলে দু’জন ব্যক্তি সম্পর্কে ঈর্ষা করঃ (১) ওই ব্যক্তির মত হওয়ার ঈর্ষা কর, যাকে আল্লাহ তায়ালা কুরআনের ইল্‌ম দান করেছেন আর সে রাতভর নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে। (২) ওই ব্যক্তির মত হওয়ার ঈর্ষা কর, যাকে আল্লাহ তায়ালা ধন-সম্পদ দিয়েছেন আর সে দিনরাত দান করতে থাকে।”

হিংসার পরিণতিঃ

সুধীবৃন্দ ! হিংসুক ব্যক্তি কখনও শান্তিতে থাকতে পারে না। ইমাম সাখাবী (রহ) ‘মাকাসিদে হাসানাহ’ নামক কিতাবের ২২৬ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, আরবীতে একটি

প্রবাদ আছে, اَلْحَسُوْدُ لَا يَسُوْدُ "হিংসাকারী মানুষ কখনও সফল হতে পারে না।"

ইমাম সাঈদ বিন আলী কহ্তানীর লেখা 'সালামাতুস সদর' নামক কিতাবের ১৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, হিংসা থেকে কমপক্ষে ৮টি পাপ জন্ম নেয়ঃ (১) হিংসার কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়, (২) হিংসার কারণে একে অপরের আলাপ বন্ধ হয়, (৩) হিংসার ফলে একে অপরের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, (৪) হিংসা 'গীবত' ও পরনিন্দার দরজা খুলে দেয়, (৫) হিংসার কারণে মানুষ হয় চুগলখোর। চুগলখোর মানে ওই ব্যক্তি, যে কথা লাগান-ভাগান করে। (৬) হিংসার ফলে 'যুলুম' হয়, (৭) হিংসার কারণে মানুষ একে অপরের আর্থিক ক্ষতি করে, (৮) হিংসার সর্বশেষ পরিণাম হল, হিংসার ফলে মানুষ হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়। আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, বর্তমান পৃথিবীতে অধিকাংশ হত্যাকাণ্ড এই হিংসার কারণেই ঘটছে।

আখিরাতে হিংসার পরিণতি

কুরআন ও হাদীস দ্বারা এ কথা জানা যায় যে, হিংসুক ব্যক্তি হাশরমাঠে নিঃস্ব ও অসহায় হবে। কেননা, বিচারের সময় সে দেখবে, হিংসার কারণে তার আমলনামা থেকে সমস্ত নেকী ডিলিট হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে একটি হাদীস লক্ষ্য করুন। সুনানে আবূ দাউদের ৪৯০৩ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

“তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাক। কেননা হিংসা সমস্ত নেকীসমূহকে এমনভাবে বিনষ্ট করে দেয়, যেমন আগুন কাঠ পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।”

হিংসা পরিত্যাগের ফযীলত

একটি ঘটনাঃ ঘটনাটি মুস্‌নাদে আহমাদের ১২৬৯৭ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত আনাস (রযি) বলেছেনঃ আমরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মসজিদে নববীতে বসেছিলাম। এমতাস্থায় নবীজি বললেনঃ

يَطْلُعُ الْأٰنَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ "এখনই তোমাদের সামনে একজন জান্নাতী ব্যক্তি আসবেন। নবীজির এ কথা বলা মাত্রই একজন আনসারী সাহাবী মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাঁর দাড়ি থেকে উযুর পানি টপকে পড়ছিল। দ্বিতীয় দিন আবার নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে একই কথা বললেনঃ এখনই তোমাদের সামনে একজন জান্নাতী ব্যক্তি প্রবেশ করবে। দেখা গেল, আজও সেই একই ব্যক্তি প্রবেশ করলেন। তারপর তৃতীয় দিন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেনঃ এখনই তোমাদের সামনে একজন জান্নাতী ব্যক্তি প্রবেশ করবে। আজকেরও সেই একই ব্যক্তি প্রবেশ করলেন। একটি বর্ণনায় আছে, তিনি ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী সা'দ ইবনে আবী অক্কাস (রযি)।

হযরত আনাস (রযি) বর্ণনা করেছেন, সা'দ ইবনে আবী অক্কাস (রযি) কী এমন আমল করেন, যার জন্য আল্লাহর নবী তাঁকে তিন দিন জান্নাতী বলেছেন, তা জানার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রযি) তাঁর পিছনে

পিছনে বাড়িতে গেলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রযি) একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। যাতে করে সা'দ ইবনে আবী অক্কাস (রযি) বুঝতে না পারেন যে, তাকে ফলো করা হচ্ছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রযি) তাঁর বাড়িতে পৌঁছে বললেনঃ ভাই সা'দ ! আমাকে একটু আপনার বাড়িতে আশ্রয় দিবেন। কেননা, আজ আমার পিতার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে। আমি কসম খেয়েছি, আজ আমি বাড়ি যাব না। হযরত সা'দ ইবনে আবী অক্কাস (রযি) বললেনঃ ঠিক আছে, তুমি আমার বাড়িতে থাক। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রযি) বললেনঃ আমি ওনার বাড়িতে একের পর এক তিন রাত কাটালাম। কিন্তু দেখলাম, রাতের বেলা তিনি তেমন কোন বেশি নফল ইবাদত করলেন না। শুধুমাত্র যখন ঘুম ভাঙে, তখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রযি) বলেনঃ অবশেষে যখন আমি ওনার তেমন কোন আমল দেখলাম না, তখন তৃতীয়

দিনের মাথায় আমি নিজে আসল বিষয়টি প্রকাশ করলাম। আমি তাঁকে বললামঃ আপনার বাড়িতে আমি এই তিনরাত কেন কাটালাম জানেন ? আমার পিতার সাথে আমার কোন ঝগড়া হয়নি। এটাতো আমার একটি বাহানা ছিল। আসলে আমি আপনার বিশেষ আমল ফলো করছিলাম। কেননা, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরস্পর তিনদিন আপনার সম্পর্কে একথা বলতে শুনেছি যে, এখনই যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, সে জান্নাতী। পরস্পর তিন দিন আপনিই মসজিদে প্রবেশ করেছেন। বলুন, আপনি কী আমল করেন, যার কারণে নবীজি আপনাকে জান্নাতী বলেছেন !

হযরত সা'দ (রযি) এ কথা শুনে বললেনঃ আমি তেমন কোন বিশেষ আমল করি না। তুমি তো সব দেখেছ। তবে আমার মনে পড়ছে, আমি একটি বিষয় সর্বদা খেয়াল রাখি। সেটা হল, আমি আমার অন্তরে কোন মুসলিম ভায়ের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করি না। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রযি) একথা শুনে বললেনঃ

هٰذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ “এর কারণেই আপনি এ সম্মানের অধিকারী হয়েছেন।”

সম্মানিত উপস্থিতি ! হাদীসে বর্ণিত এ ঘটনার মধ্যে আমাদের জন্য রয়েছে অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয়। আসুন, আমরা সিদ্ধান্ত নিই, জীবনে আর কখনও হিংসা করব না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
(মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল

আপনি অন্যান্য ইমাম ও খতীবগণকে আমাদের www.jamianumania.com ওয়েব সাইটে সংযুক্ত হতে সহযোগিতা করুন।